এস. আর প্রোডাকসন্সের নিবেদন
পরাধীন
পরিচালনা
মধু বসু

এস, আর, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

পরাধীন

পরিচালনা ঃ মধু বসু

প্রযোজনা ঃ সুনীলা নাগ
কাহিনী—৺নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
গীতিকার—প্রণব রায়
চিত্রগ্রহণ—অনিল গুপ্ত
শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত
সম্পাদনা—শিব ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনা—রঞ্জিত মুখার্জ্জী
সঙ্গীত অনুস্থতি—সুর ও শ্রী

সংলাপ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশ—অনিল পাল
তত্ত্বাবধায়ক—পূর্ণেন্দু চৌধুরী
কর্ম্মসচিব—ভানু রায়
রূপসজ্জা—শক্তি সেন
পটশিল্পী—রামচন্দ্র সিন্‌ডে
আলোক সম্পাতে—হরেন গাঙ্গুলী

সঙ্গীত ঃ গোপেন মল্লিক
চিত্রনাট্য—মনোজ ভট্টাচার্য্য
রসায়নাগারিক—বিজন রায়
প্রচার সচিব—ধীরেন মল্লিক
স্থিরচিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস
পরিচয় অঙ্কন—দিগেন ষ্টুডিও
সাজসজ্জা—বৈজুরাম শর্ম্মা

সহকারী কলাকুশলী ঃ

পরিচালনা—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শিব ভট্টাচার্য্য, সঙ্গীতে—জানকী দত্ত, চিত্রশিল্পে—জ্যোতি লাহা, শব্দগ্রহণ—ঋষি বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদনা—রাম সাউ, রূপসজ্জা—বিজয় নন্দন, রসায়ণাগার—অবনী রায়. কমল দাস, বাদল দাস, রবীন ব্যানার্জ্জি, অজিত মোদক, কানাই ব্যানার্জ্জি, পটশিল্পে—বাঘা, বলরাম, নবকুমার, আলোক সম্পাতে—সুধীর, অভিমন্যু, সুদর্শন, অবনী, দুখী, সেটিংএ—মারু, উদয়, বুমম্যান—পাঁচু মণ্ডল,

নেপথ্য সঙ্গীতে ঃ আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়. ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক—জি, আর, পিকচার্স (কলিকাতা) ঃ ভারতী ফিল্মস্ (মফঃস্বল)

একমাত্র ছেলেকে হারাবার পর থেকেই যেন আর মাথার ঠিক নেই রামতারণ ঘোষালের। বদরাগী রুক্ষ স্বভাবের এই মানুষটি অসীম বিরক্তিতে পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দামোদর, কবে আমায় পার করবে প্রভু?

পৃথিবীর সমস্ত মায়ার বাঁধন কাটিয়ে ঘোষাল যখন ওপারের প্রতীক্ষায় আছেন, তখন কোথা থেকে এসে জুটল এক নতুন বন্ধন। তাঁর বিধবা পুত্রবধূ রমা একদিন এনে হাজির করল নিজের মাতৃপিতৃহীন চার বছরের ভাইপো সতুকে।

দেখেই একেবারে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন ঘোষাল।

তাড়িয়ে দাও বৌমা, এখনি তাড়িয়ে দাও ওটাকে!—বলতে বলতে ঘোষালের গলা ধরে এল: নিজের ছেলেকেই ধরে রাখতে পারিনি—আবার পরের ছেলে এনে মায়া বাড়াতে চাও। কাল সাপের জাত ওরা—বুকে ছোবল দিয়ে পালিয়ে যাবে। তাড়িয়ে দাও বৌমা—তাড়িয়ে দাও—

চোখের জল গোপন করে রমা বলে, তাই হবে বাবা। কালই ওকে কলকাতায় মাসীর বাড়ী পাঠিয়ে দেব—

কিন্তু বাইরে যার মরুভূমির রৌদ্রদাহ—অন্তরে তার স্নেহের ফল্গুধারা। পাথরের আড়ালে লুকোনো গঙ্গার প্রবাহ। তাই চার বছরের সতুকে আর কলকাতায় মাসীর বাড়ীতে যেতে হয়না—রামতারণের প্রসারিত বুকের মধ্যেই আশ্রয় পায় সে।

দুরন্ত দামাল ছেলে সতু। খেলার সঙ্গিনী নিমিকে নিয়ে তার দুরন্তপনার আর শেষ নেই। রমা মধ্যে মধ্যে শাসন করতে চায়—কিন্তু সতুকে ঘিরে থাকে দাদুর অবাধ প্রশ্রয়।

রমা বলে, আপনার আদরে ও যে বয়ে যাচ্ছে বাবা—

—বয়ে যাবে কেন?—ঘোষাল প্রতিবাদ করেন: ও হল জাত পক্ষীরাজের বাচ্চা—রামতারণ ঘোষালের নাতি!

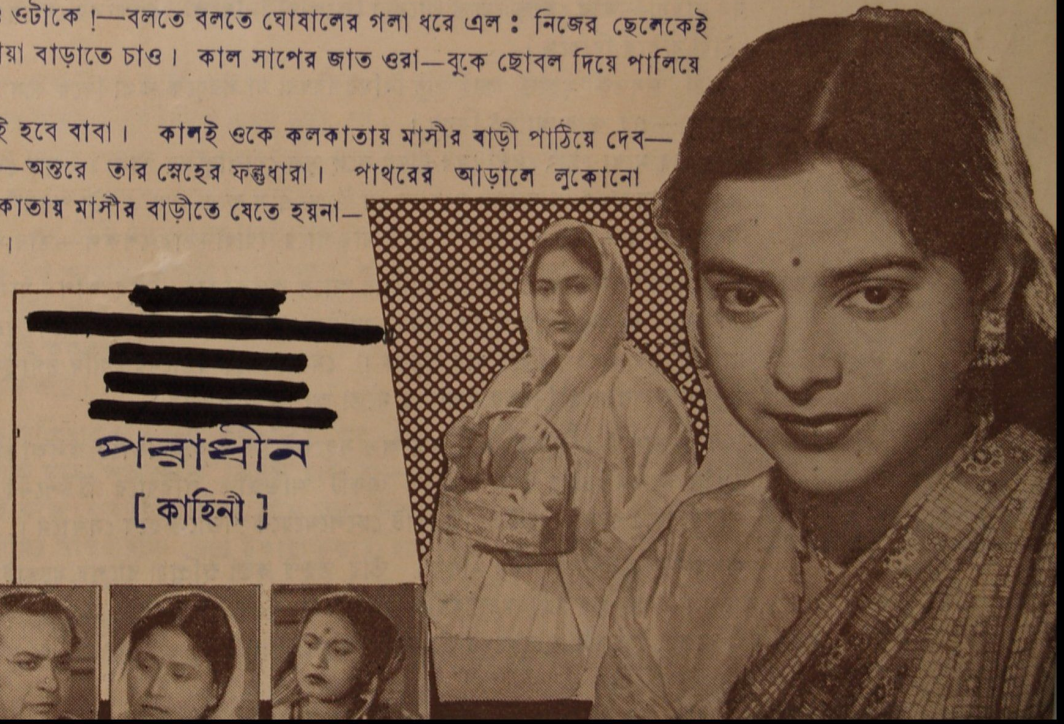

দেখো বোমা—আমি নিজের হাতে ওকে কেমন মানুষ করে তুলি!

ঘোষাল নিজেই তুলে নেয় সতুকে শিক্ষা দেবার ভার—

সময়ের চাকা ঘোরে। বছরের পর বছর কাটে! ঘোষালের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয় না। প্রথম বিভাগে আই, এ পাশ করে সতু। আর আনন্দে গৌরবে ঘোষালের বুক একবারে সাত হাত ফুলে ওঠে।

কলকাতায় বি-এ পড়তে যাওয়ার কথা ভাবে সতু। কিন্তু যাব যাব করেও যাওয়া হয়না দুটো কারণে। দাদুকে ছেড়ে যেতে মন চায়না—আর ছেড়ে যেতে পারেনা কিশোরী নিমিকে—শৈশবের যে খেলার সঙ্গিনী আজ তার তরুণ মনে একটুখানি রঙের ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়েছে।

একটা অসতর্ক মুহূর্তে তাই সতু নিমির বিধবা মা সরযূকে কথা দিয়ে বসে: নিমির বিয়ের জন্যে ভাববেন না মাসিমা—ওর ভার আমিই নিলুম।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয় দাদুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির পালা। সতু যেন এতদিন পরে অনুভব করে—রামতারণ ঘোষালের সংসারে সে উড়ে-এসে জুড়ে-বসা একটা পরগাছা মাত্র। দাদুর এত বিষয় সম্পত্তি—স্নেহ ভালোবাসা, সবই তার পায়ে পরাধীনতার শেকল—তার মনুষ্যত্বের অপমান!

তীব্র মর্মজ্বালায় গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়ে আসে কলকাতায়—তার আপন মাসীর বাড়ীতে। এই নতুন আপদকে দেখে মুখ বাঁকান মাসিমা। কিন্তু এখানেও একটি স্নেহডোর আবারনতুন করে জড়িয়ে ধরে সতুকে। মেসোমশাই যতীনের বৌদি দুর্গাসুন্দরী সতুকে দেখবামাত্র নিজের সন্তানের মতো আপন করে নেন।

একটা চাকরী চাই সতুর। কিন্তু অত সহজেই কি চাকরী জোটে কলকাতায়? যতীন অনেক চেষ্টায় তাঁর পরিচিত একটি অভিজাত পরিবারে টিউশনের ব্যবস্থা করে দেন। দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াতে হবে সেখানে।

গৃহস্বামী দেবেনবাবু মাটির মানুষ। তাঁর তরুণী কন্যা সুপ্রিয়া বাপের মতোই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দিয়ে মাখানো। শুধু গৃহকর্ত্রী করুণাময়ীই এই গেঁয়ো ছেলেটিকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। করুণাময়ী বলেন, ছেলেটা আন্‌কালচার্ড—ম্যানার্স জানে না।

ফলে সতুকে টিউসন ছাড়তে হয়। কিন্তু ছাড়তে পারেনা দেবেন বাবুকে—ভুলতে পারেনা সুপ্রিয়াকে। গাঁয়ের মেয়ে নিমির জায়গা কখন দখল করে বসে শহরের মেয়ে সুপ্রিয়া।

এদিকে ঘোষালের মুখে অন্ন নেই—চোখে ঘুম নেই। বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলেন, এমন করে ছেড়ে চলে গেল বৌমা? এত ভালোবাসা দিয়ে বড় করে তুললুম—আর আজকে একটা কথার ভর সইলনা তার?

রমা বলে, আপনার এতবড় স্নেহের দাম সে দিতে পারলনা বাবা—অনেক দুঃখ—অনেক আঘাত আছে তার অদৃষ্টে।

তবু এর মধ্যে একবার ফিরে আসে সতু—দেখা দিতে আসে দাদুকে। কিন্তু যে আসে সে তো সেই পুরোনো সতু নয়। এ যে শহরের মানুষ—এর চোখে এখন নতুন রঙ।

সে কথা সব চাইতে বেশি করে বুঝতে পারেন নিমির মা সরযূ—বুঝতে পারে নিমি নিজেই।

অতীতের প্রতিশ্রুতি আজ সতুর মন থেকে একেবারে মুছে গেলে।

সরযূ পাথর হয়ে যান। শুধু নিমি দাঁতে দাঁত চেপে বলে, অনেক বেশি আশা করেছিলে মা—তাই অনেক বড় আঘাত তোমায় পেতে হল। আমার জন্যে ভেবোনা, দীঘির জল আছে—দড়ি আর কলসী আছে—

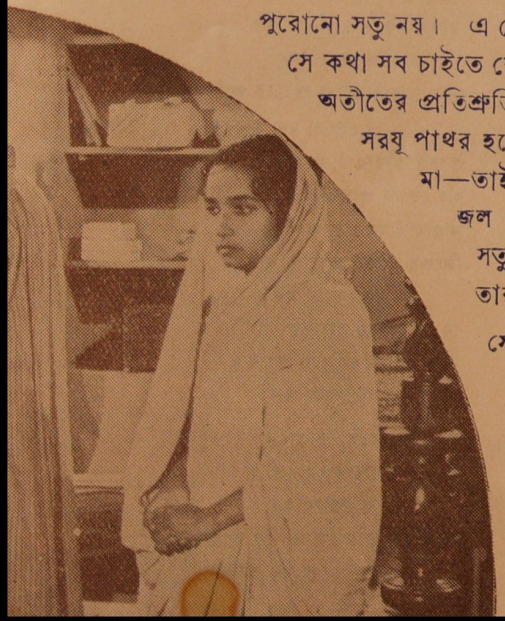

সতু ফিরে যায় কলকাতায়।

তারপরে ঝড় ওঠে।

সেই ঝড়ে সুপ্রিয়ার হাত বুকে টেনে নিয়ে সতু বলে সুপ্রিয়া, তোমাকে ছাড়া আর আমি কিছুই চাই না—

সেই ঝড়ে ঘোষালের ওপরে নামে মৃত্যুর আঘাত।

নিমির পাখীর বাসা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর সুপ্রিয়া তাকিয়ে দেখে একটা বর্ণহীন শূন্য ভবিষ্যৎ ধূ-ধূ করছে তার সামনে।

তারপর?

সাদা-পর্দার ওপর রূপালি লেখায় ফুটে উঠবে সে জিজ্ঞাসার উত্তর।

(১)

কেন আমার মনের পাপিয়া আজ
সুর খুঁজে না পায়
কেন আমার মনের পাপিয়া আজ
সুর খুঁজে না পায়
স্বপ্নভরা এমন রাতে কে যেন আজ নেইকো সাথে
নেইকো সাথে
বুঝি স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে
স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে তেপান্তরে হায়

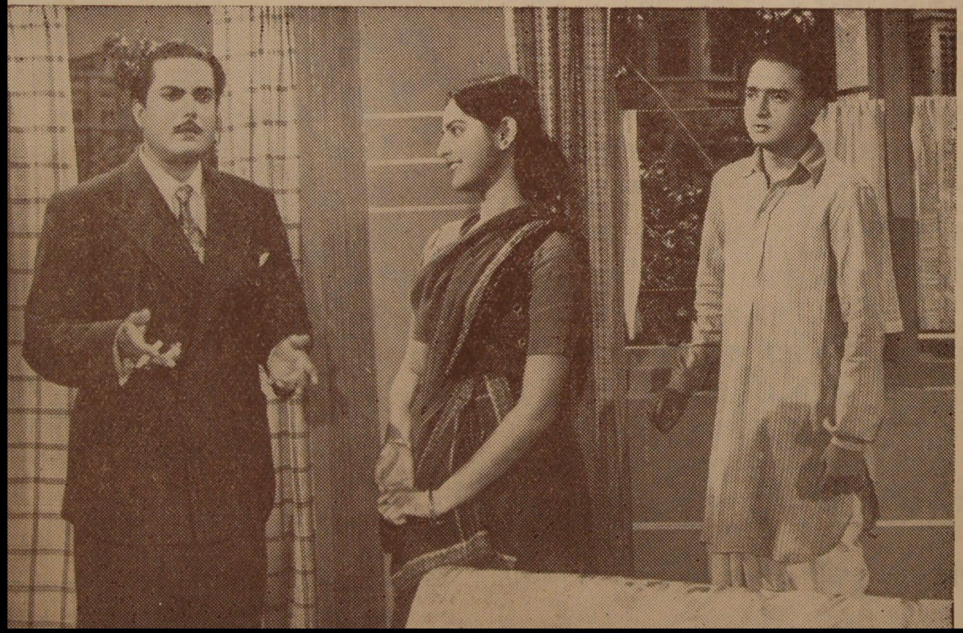

কেন আমার মনের পাপিয়া আজ
সুর খুঁজে না পায়
দূরের বাঁশী ডাক দিয়ে যায় ফাগুন রাতের গানে
সে গান কেন দেয়না সাড়া মৌন আমার প্রাণে
আমার প্রাণের নীল সায়রে যেন মেঘের ছায়া পড়ে
সে মেঘ কেটে যাক না আজি
ফাগুন জ্যোছনায়।

(২)

কেন মায়ার জালে জড়িয়ে আছিস
ও ভোলামন অবিরত
সেই মায়ার জাল যতই খুলিস
বাঁধন যে তার জড়ায় তত
কেন মায়ার জালে জড়িয়ে আছিস
ও ভোলামন অবিরত।
জগৎ জুড়ে এ জাল ফেলে
বসে আছে সে এক জেলে
ও ভোলা মন রে,
জানিস কি তুই এ কোন খেলা
বুঝিস কি তার লীলা কত
ও ভোলা মন
কেন মায়ার জালে জড়িয়ে আছিস
ও ভোলা মন অবিরত।
ও তুই কারার বাঁধন খুলতে পারিস
যদি তেমন শক্তি থাকে
মায়ার বাঁধন খুলতে গিয়ে
নিজের বুকেই আঘাত লাগে,
ও ভোলা মন।
যে বেঁধেছে এ সংসারে
মুক্তি দিতে সেই তো পারে
ও ভোলা মন।

মুক্তি যদি চাস ভোলামন
হ মুক্তিদাতার নামে রত
ও ভোলা মন
কেন মায়ার জালে জড়িয়ে আছিস
ও ভোলা মন অবিরত

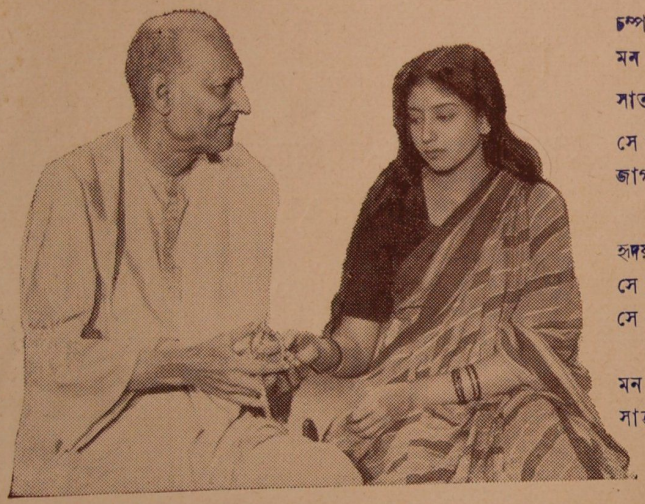

চম্পা বকুল পথের কাঁটা দেয় ঢেকে
মন পবনের নৌকা বেয়ে আসছে কে।
সাতটি সাগর তের নদীর পার থেকে ॥

সে আসে তাই মধুর লাগে এই জীবন
জাগরণেও স্বপ্ন দেখে দুই নয়ন
মধুর লাগে এ জীবন।

হৃদয় বলে জানি তায়
সে মনের বনে দখিন বায়
সে যে আলোর সাথী ফুলের সাথী
কয় ডেকে, কয় ডেকে
মন পবনের নৌকা বেয়ে আসছে কে
সাতটি সাগর তের নদীর পার থেকে ॥

(৪)

শুধু আশা লয়ে দিন যায়
কমলিনী রাই বিমনা সদাই বঁধুর প্রতীক্ষায়।

বলে অলখ বঁধুর অলখ বাঁশরী
আকাশ ভরিয়া বাজে
মোর মন বিহঙ্গী চঞ্চল হল
গৃহ পিঞ্জর মাঝে।

মন যেন মোর দৃষ্টি পাখায়
তারি কাছে যেতে চায়
কমলিনী রাই বিমনা সদাই
বঁধুর প্রতীক্ষায়।

শুধু আশা লয়ে দিন যায়।
বলে সে বুঝি ভুলেছে পথ
আমি ভুলিনি তো পথ চাওয়া
মোর মাধবী কুঞ্জে মাধবেরই আশে
আজো ফুলে ফুলে ছাওয়া
এক পল সখি মনে হয় যেন
অনন্ত কাল হায়
কমলিনী রাই বিমনা সদাই বঁধুর প্রতীক্ষায়
শুধু আশা লয়ে দিন যায়।

মুক্তি যদি চাস ভোলামন
হ মুক্তিদাতার নামে রত
ও ভোলা মন
কেন মায়ার জালে জড়িয়ে আছিস
ও ভোলা মন অবিরত

(৩)

মন পবনের নৌকা বেয়ে আসছে কে, আসছে কে?
সাতটি সাগর তের নদীর পার থেকে।

সে আসে ভাই ফাগুন দিন
রঙ্গে রঙ্গে আজ রঙ্গীন

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

বাদল পিকচার্স প্রযোজিত

তারাশঙ্করের

আগুন

•

পৌরাণিক চিত্র

কৃষ্ণার্জ্জুন

•

জি, আর, পিকচার্স ঃ কলিকাতা-১৪

পরাধীনের রূপায়ণে ঃ

সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, চন্দ্রাবতী, মলিনা,
শোভা সেন, রেখা মল্লিক, অহীন্দ্র চৌধুরী,
ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নির্ম্মল কুমার,
বীরেন চ্যাটার্জ্জি, আদিত্য ঘোষ, প্রীতি মজুমদার

সন্ধ্যাদেবী, আশা দেবী, বুলবুল, মনোরমা, গীতা,
শান্তা, রিক্তা, শুভ্রা, বেচু সিংহ, বাণীবাবু,
শ্যামল কুমার, মাঃ অলক, মাঃ সজল.
শৈলেন, হেম গুপ্ত, অনিল প্রভৃতি
ও কাবেরী বসু

জি. আর, পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।